তারিখ: 24 APR 2015

দৈনিক ইত্তেফাক

...আহমেদ ও মুস্তাফিজুর রহমান।

দেই : শিক্ষক নিয়োগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক ঘুষের লাখ লাখ টাকা তোলার চাপে থাকেন। ফলে তার পক্ষে শিক্ষা দান সম্ভব হয় না।' তিনি বলেন, বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতভাগ টাকা দেই আমরা, কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ আমাদের হাতে নেই।

রাজধানীর পলাশীতে অবস্থিত ব্যানবেইস সম্মেলন কক্ষে বৃহস্পতিবার 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ' সংক্রান্ত এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ'র (এনটিআরসিএ) চেয়ারম্যান আশীষ কুমার সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষা সচিব মো. নজরুল ইসলাম খান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন— ঘুষ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি আমাদের সমাজে ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এ ধরনের লেনদেনের সরাসরি অভিযোগ আমাদের কাছে আসে। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের স্বার্থে শিক্ষাকে এ ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এজন্য বিদ্যমান শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হচ্ছে, যেখানে লেনদেনের সুযোগ কম থাকবে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান সম্প্রতি একটি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির টাকার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ তুলে ধরে বলেন, বিদ্যমান আইনে তা রোধে আমাদেও তেমন কিছু করার নেই, তাই আইনে পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ নয়া পদ্ধতি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষক নিয়োগ এখন মানি মেকিং মেশিন হয়ে গেছে। তাই পরিবর্তিত নিয়ম বাস্তবায়ন কঠিন হবে। কারণ, এখানে সবার ইন্টারেস্ট (আগ্রহ) তৈরি হয়েছে। তবে যে-কোনো মূল্যে এটা পরিবর্তন করতে হবে। এ সময় তিনি ঘুষ লেনদেনের চিত্র তুলে ধরে বলেন, সম্প্রতি টাঙ্গাইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা আমার নামে চিঠি পাঠিয়ে পাঁচ লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছেন। তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এটা শুধু কলেজে না, বিশ্ববিদ্যালয়েও হচ্ছে।

মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন নতুন পদ্ধতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, অন্যথায় শিক্ষা ও শিক্ষক নিয়ে নানা অভিযোগের দ্রুত হ্রাস এবং মানসম্মত শিক্ষা দান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

ধারণাপত্র উপস্থাপনাকালে এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান আশীষ কুমার সরকার বলেন, নতুন নীতিমালা বাস্তবায়নে শিক্ষক প্রার্থীর বয়স কত হবে, পূর্বে নিবন্ধন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কি হবে, এলাকার বিভাজন কিভাবে হবে, গভর্নিং বডির ভূমিকা কি হবে, পরিবর্তিত বিধিতে আবেদনকারীদের বয়স সীমা কত হবে— তা নিয়ে সুপারিশ প্রয়োজন।

কর্মশালায় শিক্ষামন্ত্রী

আমরা মন্ত্রীরাও ঘুষ নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেই

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষক নিয়োগে নতুন পদ্ধতি আনছে সরকার। এ পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষার মাধ্যমে জাতীয় মেধা তালিকা প্রণীত হবে। সেই তালিকা অনুযায়ীই শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পরীক্ষার নামে পরে কোনো তালিকা করা যাবে না। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধনের উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার রাজধানীতে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'নতুন যে পদ্ধতি কার্যকর হবে, সেজন্য আমাদেরও স্বচ্ছ হতে হবে। তা না হলে কোনো লাভ হবে না। কারণ আমরা মন্ত্রীরাও ঘুষ নিয়ে কোনো কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেই, তখন সেই

দেই : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪